History Honours
SEM – IV, CC-9 (Bengali version)

Dr. Sudarsana Choudhury

মুঘল যুগের কৃষি ফসল

মুঘল যুগে চাল, ডাল, গম, বার্লি, তিল, সর্ষে ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকার খাদ্যশস্য ভারতে প্রচুর □রিমানে উৎ□াদিত হত।

চাল উৎ□াদন হত – বাংলা, আসাম, উড়িষ্যা, বিহার, গুজরাট, অযোধ্যা, এলাহাবাদ, লাহোর, খান্দেশ, বেরার, করমন্ডল উ□কূল ও □শ্চিম উ□কূলে।

গম উৎ□াদন হত – উত্তর ও মধ্য ভারতে গম উৎ□াদন হত। এলাহাবাদ, আগ্রা, দিল্লী, লাহোর, মুলতান, সিন্ধু, গুজরাট, মালব প্রভৃতি অঞ্চলের প্রধান শস্যই ছিল গম।

ডাল উৎ□াদন হত– এলাহাবাদ ,আগ্রা, অযোধ্যা, দিল্লী, মুলতান, মালব প্রভৃতি অঞ্চলে।

↓

মুসুর, অড়হর, ছওলা, খেসারি, কলাই, মটর ইত্যাদি।

তৈলবীজ উৎ□াদন হত– এলাহাবাদ থেকে মুলতান □র্যন্ত বিস্তীর্ণ এলাকা।

↓

সর্ষে, তিল, তিসি।

মুঘলরা ফলের জন্য খুব উৎসাহী ছিলেন এবং বাগিচা করতে উৎসাহ দিতেন।ফলের কথা বিদেশী □র্যটকরা লিখেছিলেন।

খাদ্যশস্যের □াশা□াশি অর্থকরী ফসল উৎ□াদনের কাজেও মুঘল আমলে ভারতীয় কৃষকরা কৃতিত্ব দেখিয়েছিল। এর মধ্যে বিশেষ গুরুত্ব□ূর্ণ ছিল নীল, তুলো, রেশম ইত্যাদি।

নীল চাষ হত – বাংলা, গুজরাট, রাজ□ুতানা, আগ্রার নিকট বিয়ানা, দক্ষীণ ভারতের কিছু কিছু আংশে।

কা□াস চাষ হত – মহারাষ্ট্র, আগ্রা, দিল্লী, এলাহাবাদ, মুলতান, অযোধ্যা, বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা প্রাভৃতি অঞ্চলে।

রেশম উৎ□াদন হত – বাংলায়

সম্ভবত সেকালে □াট চাষ হত। রাজ রমণিরা □াটের বস্ত্র □রিধান করতেন। মুঘল চিত্রকলায় সাধু-সন্ত ও দরবেশদের যে □শাক দেখা যায়, সম্ভবত সেগুলি □াটের তৈরি। তবে রানীদের □ষাকের □াট ও দরবেশদের □াট সমজাতীয় নয়। দ্বিতীয় ধরনের অনুন্নত □াট ই ভারতে চাষ হত। কফি উৎ□াদন সম্ভবত শুরু হয়েছিল মহারাষ্ট্রে।

সুপ্রাচীন কাল থেকেই প্রাচ্যের মশলা □াশ্চাত্য দেশগুলতে জনপ্রিয় ছিল। স্বভাবতই মুঘল যুগেও ভারতের নানা অঞ্চলে মশলা চাষ করার প্রবণতা অব্যাহত ছিল। ভারতে উৎ□াদিত মশলার মধ্যে প্রধান ছিল আদা, দারুচিনি, গোলমরিচ, এলাচ, জায়ফল ইত্যাদি। উন্নতমানের এলাচ উৎ□াদন হত বিজা□ুরে। তবে উৎ□াদন ও রপ্তানির দিক থেকে এগিয়ে ছিল দারুচিনি। বিজা□ুর, মালাবার, কানাড়া, কালিকট প্রভৃতি অঞ্চলে উন্নত মানের কৃষ্ণকায় ও গোলাকার মরিচ উৎ□ন্ন হত। সুগন্ধি জাফরানের প্রধান উৎ□াদন ক্ষেত্র ছিল কাশ্মীর উ□ত্যাকা অঞ্চল।

বিভীন্ন ধরনের মাদকদ্রব্য যেমন গাঁজা, আফিম ভারতে উৎ□াদন করা হত ও রপ্তানিও করা হত। আফিম চাষের প্রধান প্রধান কেন্দ্র ছিল দিল্লী, আগ্রা, এলাহাবাদ, অযোধ্যা, মুলতান ইত্যাদি। ষোড়শ শতকে দক্ষিনের রাজ্যগুলিতে আফিম চাষ হত। সপ্তদশ শতকে □ূর্ব ও মধ্যভারতে আফিম চাষ সম্প্রসারিত হয়। আকবর আফিমের উ□র চড়া হারে শুল্ক ধার্য করেছিলেন। ঔরঙ্গজেবের আমলে গাঁজা নিষিদ্ধ করা হয়েছিল।

সুতরাং সপ্তদশ শতাব্দীতে শিল্পদ্রব্যের কাঁচামাল উৎ□াদন কিছু কম ছিল না যেটা বৈদেশিক বানিজ্যের উত্তোরত্তর বৃদ্ধির মধ্য দিয়ে বোঝা যায়। কিন্তু দুটি কারণে এই উৎ□াদন ব্যাহত হত। একটি কারণ হল অনাবৃষ্টি। আর একটি কারণ হল জায়গীরদারদের বদলীর প্রথা, যার ফলে জাগীরদাররা যতটা সম্ভব খাজনা চাষীদের কাছ থেকে আদায় করার চেষ্টা করতেন। এর ফলে চাষীরা গ্রাম ছেড়ে □ালাত, যার উল্লেখ মুঘল দলিলে □াওয়া যায়। কৃষি ব্যবস্থা উন্নয়নে মুঘল শাসকদের উদ্যোগ ছিল প্রয়োজনের তুলনায় নগণ্য।তবুও ভারতীয় কৃষকশ্রেণী কৃষিজ উৎ□াদন বৃদ্ধির কাজে নিবেদিত প্রাণ ছিল। বাৎসরিক জনসংখ্যার হার ধীরে ধীরে বাড়ছিল, ফলে জমির উ□র চা□ অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝির আগে বিশেষ □ড়েনি।কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধের □র থেকে যে রাজনৈতিক সংকট ও অরাজকতা সৃষ্টি হয়েছিল তাতে কৃষি উৎ□াদন ব্যহত হয়েছিল সন্দেহ নেই।